Teacher's Name:
Dr. Biswajit Podder ②

বাংলা ভাষার উৎস ও বিবর্তনের রূপরেখা ও লক্ষণ:

9 Fri

পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাসমূহকে মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়:-

1) ইন্দো-ইউরোপীয়
2) সেমীয়-হামীয়
3) বান্টু
4) ফিন্নো-উগ্রীয়
5) তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু
6) অস্ট্রিক
7) দ্রাবিড়
8) ককেশীয়
9) ভোট-চিনীয়
10) এস্কিমো
11) উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ভাষা
12) আমেরিকার প্রাচীন ভাষাসমূহ

10 Sat

বাংলা তথা পৃথিবীর উন্নত ভাষাসমূহ ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইহার 10 টি শাখা-

1) গ্রীক
2) জার্মানিক/ টিউটনিক
3) ইতালিক
4) কেলতিক
5) বাল্টো স্লাবিক
6) আলবানীয়
7) আর্মেনীয়
8) তুখারীয়
9) হিত্তীয়
10) ইন্দো-ইরানীয়।

April 2007
M	T	W	T	F	S	S
30						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

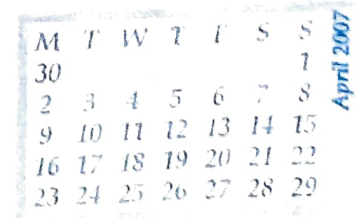

11 Sun এই ইন্দো-ইরানীয় ভাষার দুটি শাখা- ১) ইরানীয় আর্য
২) ভারতীয় আর্য

আনুমানিক 1500 BC আর্যরা ভারতে এলে ভারতীয় আর্যভাষা এদেশে প্রবেশ করে যা কালক্রমে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এই আর্যভাষা 3 ভাগে বিভক্ত-

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (OIA)- 1500-600 B.C (ঋগ্বেদ)
২) মধ্য ভারতীয় আর্য (MIA)- 600 BC-900
□ পালি, প্রাকৃত, অশোকের শিলালিপির আবির্ভাব।
□ বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে এই ভাষা দেখা যায়।
৩) নব্য ভারতীয় আর্য (NIA) - 900- আধুনিক কাল।

পানিনি অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরনের মাধ্যমে আর্যভাষার সংস্কারকৃত নতুন রূপ দেন সংস্কৃত। ভারতীয় আর্যের কথ্যরূপ প্রাচ্য,
12 Mon উদীচ্য, মধ্যদেশীয় বিবর্তিত হয়ে জন্ম দেয় মৌখিক প্রাকৃতের। এই মৌখিক প্রাকৃত থেকে জন্ম নেয় সাহিত্যিক প্রাকৃত। যার 5 শাখা-

১) মহারাষ্ট্রী (মারাঠী, গুজরাটি, রাজস্থানী, কোঙ্কনী)
২) পৈশাচী (পূর্বী, পশ্চিমী, পাঞ্জাবী)
৩) শৌরসেনী (বঙ্গারু, গাড়োয়ালী, কনৌজী)
4) অর্ধ-মাগধী (বাঘেলী, ছত্তিশগড়ী)
5) মাগধী → পশ্চিমী (মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী)
→ পূর্বী (বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া)

এইসব সাহিত্যিক প্রাকৃত থেকে বিশিষ্ট যে কথ্যরীতির ভাষা গড়ে ওঠে তার নাম অপভ্রংশ ও অবহট্ঠ।

বাংলা ভাষা বিস্তারের তিনটি স্তর-
১) আদি
২) মধ্য
৩) আধুনিক

February 2007

M	T	W	T	F	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				